ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল

শাহীন হাওলাদার

ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪৩০ জানুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : জাকির হোসেন

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Banking Reporter Kola-Qoushal by **Shahin Howlader**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : Januray 2024

Price : 300.00
US $ 10

ISBN 978 984 98362 0 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪
https://www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

ড. সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ
ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

শত ব্যস্ততার পরেও আমার প্রকাশিত অধিকাংশ প্রতিবেদন বিশেষ করে ব্যাংকিং ও বিমা খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি, এ খাতের উন্নয়নে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। তার অধিকাংশ কৃতিত্ব এই দুই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির। অর্থনীতি বিশ্লেষক হিসেবে প্রতিভাবান এই দুই গুণী মানুষকে প্রতিবেদনের প্রয়োজনে কতবার ডিস্টার্ব করেছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা অধিকাংশ সময়েই আমার প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে মতামত দিতে একটিবারের জন্যও কুণ্ঠাবোধ করেননি। সেই দুজন পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি রইল আমার দোয়া ও ভালোবাসা।

প্রকাশকের কথা

লেখালেখির আগ্রহ, ধৈর্য ও চেষ্টা থাকলে একজন সাংবাদিক পেশাগত কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন শাহীন হাওলাদার তার অনন্য উদাহরণ। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ব্যাংক-বিমা কোম্পানির নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। কোম্পানির ডাটা বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করে তিনি তাঁর পেশাগত দক্ষতার পরিচয় বহন করেছেন। সংবাদের ফেরি করতে করতে নেশার মতো বুঁদ হয়ে উদ্‌যাপিত শখই আজ শাহীন হাওলাদারের পেশা।

একজন অর্থনৈতিক সাংবাদিক হিসেবে পাঠকের মাঝে বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিবেদন প্রকাশ করাই হচ্ছে তার মূল দায়িত্ব। আর গ্রাহকদের এসব নানা ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সেবা, অনিয়ম-দুর্নীতি কিংবা প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা সাংবাদিকদের প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমেই জানতে পারি। ব্যাংক-বিমা ব্যবসায়ের নানা খবরাখবর তুলে আনেন তার কলমের আঁচড়ে। এই কঠিন কাজটি করে থাকেন মিডিয়া কর্মীরা। শাহীন হাওলাদার তাদেরই অন্যতম।

'ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল' শাহীন হাওলাদারের প্রথম বই। তার ব্যাংক-বিমা রিপোর্টিংয়ের মিশেল কলা-কৌশল এই বইয়ের পাতায় পাতায় সাজিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। সাংবাদিকতা পেশায় যারা কাজ করতে চান তাদের জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত নির্দেশনা।

আমাদের বিশ্বাস, 'ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল' বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে। পাঠক নন্দিত হবে।

প্রকাশক
অনিন্দ্য প্রকাশ

লেখকের কথা

২০০৬ সালে নিজের জন্মস্থান ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার থেকেই শুরু হয় আমার সাংবাদিকতা। এলাকার প্রান্তিক মানুষের সমস্যা-সংকট আর দুর্ভোগের কথা লিখতে থাকি দৈনিক বরিশাল বার্তা পত্রিকায়। তখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য-প্রযুক্তির এতো বিকাশ ছিল না। হাতে লিখে ফ্যাক্স করতাম অথবা কুরিয়ারে লেখা পাঠাতাম পত্রিকা অফিসে। সেইসব লেখার সংশ্লিষ্ট ছবিসহ তা ফিচার আকারে নিজ নামে ছাপা হতো 'বরিশাল বার্তা' পত্রিকায়। এরপর বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং কয়েক বছর নিজ জেলায় রিপোর্টিং করার পর পড়াশোনার জন্য রাজধানী ঢাকায় যাই এবং সেখানে গিয়ে আবার সাংবাদিকতা শুরু করি। হিসাব বিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করার পর একটি অনলাইন পত্রিকায় নিয়োগ লাভের পর শুরু হয় আমার পেশাদার সাংবাদিকতা। মাঝখানে পরিবারের চাপে ব্যবসায় ও একটি ডেভেলপার কোম্পানিতে যোগ দিলেও সাময়িক সময় পর আবার সাংবাদিকতা পেশায় চলে আসি। আমি রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কাজ করি। বিশেষভাবে দৈনিক সময়ের আলো ও ইংরেজি দৈনিক দ্যা বিজনেস পোস্ট পত্রিকায় ব্যাংক-বিমা খাতের সংবাদ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ হয়েছে। ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলো ব্যবসায় করার নামে গ্রাহকদের নানা হয়রানি প্রতিরোধে এসব প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রতিবেদনের পাশাপাশি কোম্পানির ডাটা বিশ্লেষণ করে নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ডাটা সাংবাদিকতার উপরই এখন আমার ধ্যান ও জ্ঞান। তাই পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে ডায়েরির পাতায় জমে থাকা ডাটা বিশ্লেষণ করে কীভাবে ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তাই দেখানোর চেষ্টা করেছি। বইটি প্রকাশের জন্য অনিন্দ্য প্রকাশের আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে বইটি আলোর মুখ দেখতো কি না সন্দেহ।

বইটি অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পেশায় আগ্রহীদের ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শাহীন হাওলাদার
ঢাকা
০৩.০২.২০২৩

মুখবন্ধ

বর্তমানে অর্থনীতির মধ্যেই অনেকগুলো বিট। একজন রিপোর্টারকেই অর্থনীতির সব ধরনের নিউজ করতে হয়। আমরা যখন পত্রিকার পাতায় সাংবাদিকদের প্রকাশিত নানা অর্থনৈতিক সংবাদ পাঠক হিসেবে পড়ি তখন উপলব্ধি হয়, সাংবাদিকদের অর্থনীতি সংবাদ প্রকাশে আরও বেশি ধারণা থাকা জরুরি। ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরিতেও একজন সাংবাদিকের ব্যাংকিংয়ের নানা সূচক সম্পর্কে জানাশোনার কিছু ঘাটতি রয়েছে।

ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বাড়ানোর প্রতি অনেক মনোযোগ দিতে হবে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা আগে বুঝতে হবে। ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি যত বাড়বে, তত ভালো হবে রিপোর্টের মান। একজন অর্থনৈতিক রিপোর্টারে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মান বাড়াতে সব ধরনের পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক বই থাকা প্রয়োজন। যেটা আমাদের দেশে নেই বললেই চলে।

"ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল" শাহীন হাওলাদারের প্রথম বই। এ বইয়ের প্রতিটি পাতায় ব্যাংকিং প্রতিবেদনের নানা কৌশল সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশনা রয়েছে। সাংবাদিকতা পেশায় যারা কাজ করতে চান তাদের জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত নির্দেশনা।

আমার বিশ্বাস, 'ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল' বইটি ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে পাশাপাশি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

(ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ)
সাবেক গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

মুখবন্ধ

বর্তমানে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা অনেক দূর এগিয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে এক্সেস টু ইনফরমেশন অনেক বেড়েছে। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির কারণে রিপোর্টারদের সক্ষমতা বেড়েছে। অন্যদিকে গণমাধ্যমের মালিক ও সম্পাদকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে বড়ো রকমের পরিবর্তন। তারা অর্থনৈতিক রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছেন। একটা সময় ছিল পলিটিক্যাল নিউজ গণমাধ্যমকে ডমিনেট করত। এখন অর্থনৈতিক নিউজ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিউজের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। শুধু তাই নয়, বর্তমানে অর্থনীতি বিষয়ক একাধিক দৈনিক পত্রিকা সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এটি কিন্তু অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার অগ্রগতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ।

আমরা জানি অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক বোঝা একজন অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের নৈতিক দায়িত্ব। ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির ডাটা বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশ করে শাহীন হাওলাদার ইতোমধ্যে তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় বহন করেছেন।

‘ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল’ শাহীন হাওলাদারের প্রথম বই। এ বইটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরির নানা নির্দেশনা। একজন রিপোর্টারের কভিাবে ডাটা সংগ্রহ করে ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তিনি এ বইটির প্রতিটি পাতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমার বিশ্বাস অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করতে যারা আগ্রহী তারা এ বইটির মাধ্যমে ব্যাংকিং রিপোর্টের অনেক কৌশল জানতে পারবেন।

(ড. আতিউর রহমান)
সাবেক গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

সূচিপত্র

প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কী? সংবাদপত্রে প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়? ১৩
ব্যাংকের ডাটা বা তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করবেন? ১৩
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির কৌশল ১৫
রেমিট্যান্স নিয়ে রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করবেন? ১৬
মনিটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি নিয়ে কী প্রতিবেদন হতে পারে? ২০
ব্যাংকের তারল্য সংকটের প্রতিবেদন তৈরির কৌশল ২৩
ফরেন ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির কৌশল ২৫
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা সার্কুলার নিয়ে প্রতিবেদন কীভাবে লিখবেন? ২৬
খেলাপি ঋণের ডাটা দিয়ে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবেন? ৩০
মুলধন ঘাটতি ও প্রভিশন ঘাটতির রিপোর্ট কীভাবে লেখবেন? ৩৭
মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির নিয়ম ৪২
সরকারের ব্যাংক ঋণের প্রতিবেদন কীভাবে লিখবেন? ৪৫
ব্যাংকের আমানত নিয়ে রিপোর্ট ৪৬
তদন্ত প্রতিবেদন দিয়ে কীভাবে সংবাদপত্রে রিপোর্ট তৈরি করবেন? ৪৮
ইসলামি ব্যাংকিং নিয়ে প্রতিবেদন কীভাবে করবেন? ৫১
একটি ব্যাংক নিয়ে কী কী রিপোর্ট হতে পারে? ৫৪
স্বর্ণের মজুদ কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে কীভাবে রিপোর্ট তৈরি করবেন? ৫৬
সাক্ষাৎকার কীভাবে প্রকাশ করা যায়? ৫৮
সালতামামি নিয়ে রিপোর্ট লেখার নিয়ম? ৬১
আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন কিংবা প্রোগ্রাম কাভার কীভাবে করবেন? ৬১

● প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কী? সংবাদপত্রে প্রতিবেদন বলতে কি বুঝায়?

প্রতিবেদন বলতে আমরা বুঝি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য অনুসন্ধানভিত্তিক বিবরণী তৈরি করা। প্রতিবেদন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে রিপোর্ট। সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তাকে সংবাদ প্রতিবেদন বলা হয়ে থাকে। আর যিনি এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেন বা রচনা করেন তাকে বলা হয়ে থাকে প্রতিবেদক।

একজন প্রতিবেদক এর কাজ বা দায়িত্ব হচ্ছে কোনো ঘটনার তথ্য বা বক্তব্য সম্পর্কে সকল তথ্য উপাত্ত, সিদ্ধান্ত, ফলাফল ইত্যাদি খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে একটি বিবরণী তৈরি করা যেটি হলো প্রতিবেদন। আর সেই প্রতিবেদন তৈরি করার পর কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা কোনো কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করা। মূলত যেকোনো সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উপযোগী তথ্যসমূহ খুবই সহজ এবং সরল ভাষায় সংবাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়। সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে সহজ এবং সরল ভাষায় সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে বিষয়টি সম্পর্কে পাঠককে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিবেদন হলো এমন কয়েকটি সুসংগঠিত তথ্যগত বিবৃতি, যা কোনো বক্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আপনাকে বলবে কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সঠিক বর্ণনা হবে। একটি প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সর্তকতা, বিচক্ষণতা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, গবেষণা এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হয়। প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ তথ্য দ্বারা সুসজ্জিত করে পুনরায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সাংবাদিকতা করতে হলে সংবাদ প্রতিবেদন লেখার নিয়মগুলি আপনাকে জানতে হবে।

● ব্যাংকের ডাটা বা তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করবেন?

ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা করা। সুতরাং ব্যাংক ও গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করাই হচ্ছে একজন ব্যাংকারের দায়িত্ব। কিন্তু একজন রিপোর্টার হিসেবে আপনাকে অবশ্যই ব্যাংকের নানা শর্ত মেনেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে কোনো সেক্টরেই সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন। তার মধ্যে যদি ব্যাংক ও আর্থিক সেক্টরে হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে প্রথমেই বলব

একজন রিপোর্টারের মূল দায়িত্ব হলো সোর্স মেইনটেইন করা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যার যত বেশি সোর্স তার তত বেশি ক্রেডিট। কেননা পত্রিকায় ব্রেকিং দিতে হলে আপনাকে সোর্স মেইনটেইন করতেই হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক ডাটাই প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়েবসাইটে প্রকাশ হওয়ার আগেও অনেক ডাটাই আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে। তবে কিছু ডাটা খুবই গোপনীয়। যেমন– খেলাপি ঋণের তথ্য, মূলধন ঘাটতি কিংবা প্রভিশন ঘাটতি। এমন অনেক ডাটা সংগ্রহ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। প্রাথমিকভাবে আপনার এসব নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের পেছনে না ছুটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইট ভালো করে দেখবেন। ওয়েবসাইটে অনেক ডাটা প্রকাশ হয়। এসব ডাটা বিশ্লেষণ করে আপনি ধরে ধরে অনেক নিউজ করতে পারবেন। কোন মাসে কোন ডাটা প্রকাশ হবে তার তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নিবেন। অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কিছু বিভাগ রয়েছে যেমন ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি), বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিস, ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এগুলোতে নিউজের খনি পাবেন। এসব ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যার যত বেশি সুসম্পর্ক সে তত বেশি নিউজ করার ক্ষমতা রাখেন। আবার অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করেও নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারবেন। যেকোনো ডাটা না বুঝলে পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে অনুমতি নিয়ে বুঝতে চাইবেন। আবার অধিকাংশ ডাটা যেগুলো প্রকাশ হওয়ার মতো সেসব ডাটা কোথায় কোন বিভাগে পাওয়া যায় তা পরিসংখ্যান বিভাগে গিয়ে জানবেন। কোনো পুরোনো ডাটা লাগলে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটে না পাওয়া যায় তা পরিসংখ্যান বিভাগে পাবেন। মনে রাখবেন কোনো তথ্য প্রকাশ করলে যদি ঐ ব্যাংকের ওপর প্রভাব পড়ে তাহলে এসব তথ্য পাওয়া খুবই দুস্কর। ব্যাংকাররা বাধ্য নয় আপনাকে তথ্য প্রধান করতে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং সাংবাদিকতা করতে হলে এসব তথ্য সংগ্রহে আপনাকে নানা কৌশলী হতে হবে। অপরদিকে ব্যাংকগুলো তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাকিং পরিদর্শন বিভাগ রয়েছে। এসব বিভাগে ব্যাংকগুলো ইন্সপেকশন করে বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে। এসব প্রতিবেদন সংগ্রহ করা আরও বেশি দুরূহ ব্যাপার। এসব তদন্ত প্রতিবেদনগুলো দিয়ে ব্যাংকের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং তদন্ত প্রতিবেদনসহ ব্যাংকের

নানা অনিয়মের তথ্য সংগ্রহ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে এসব বিভাগে সোর্স মেইনটেইন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি দেশের কার্যরত সব ব্যাংকের পিয়ন থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাই আপনার নিউজের সোর্স। সুতরাং ব্যাংকের তথ্য পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই নানা কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ব্যাংকের কোন কোন বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন হতে পারে এবং এসব প্রতিবেদন তৈরিতে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো−

- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির কৌশল :**

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম সূচক দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বৈদেশিক লেনদেনে রিজার্ভের পরিমাণ বাড়া কিংবা কমানোর পরিমাণই পাঠকের মাঝে তুলে ধরতে হয়। কেননা যেকোনো দেশের উন্নতি-অবনতি, ভালো-মন্দ বিচারের জন্য অনেক সময় রিজার্ভের পরিমাণের ওপরই হয় এমনটাই পাঠক মনে করে। তবে প্রবাসীরা দেশে প্রচুর পরিমাণে রেমিট্যান্স পাঠালে বা একই সঙ্গে বিদেশি ঋণ ও অনুদান আসলে কিংবা আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে দেশের রিজার্ভের পরিমাণ বাড়তে পারে। আবার আমদানি ব্যয় পরিশোধ করতে গিয়ে রফতানি আয় বাড়ানো সম্ভব না হলে রিজার্ভের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যায় না। পাঠকের মাঝে রিজার্ভের তথ্য তুলে ধরতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটা বিশ্লেষণ করে আমরা প্রতিবেদন তৈরি করে থাকি। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর প্রায় এক দশক বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়নের (রিজার্ভ) কোনো তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নেই। হয়তো ওই সময়ে পণ্য রপ্তানি থেকে তেমন কোনো আয় দেশে আসেনি। রেমিটেন্সও আসা শুরু হয়নি; বিদেশি ঋণ-সহায়তাও মেলেনি। তাই রিজার্ভে কোনো বিদেশি মুদ্রার মজুদও ছিল না। আমার জানামতে চল্লিশ বছর আগে **১৯৮১-৮২** অর্থ বছরে বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ ছিল মাত্র **১২** কোটি **১০** লাখ ডলার। এরপর থেকে আপনি বিভিন্ন সাল তুলনা কিংবা মাসিক, প্রান্তিক, কিংবা বিভিন্ন সাল ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটা বিশ্লেষণ করে রিজার্ভের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। রিজার্ভ ইস্যু নিয়ে করা প্রতিবেদনগুলো দেখলে কীভাবে রিজার্ভের প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তা দেখে নিতে পারেন। নিম্নে রিজার্ভের প্রতিবেদন উল্লেখ করা হলো :

- **রেমিট্যান্স নিয়ে রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করবেন?**

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সই ছিল দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের ইতিহাসে বারবার রেকর্ড ভেঙেছে। সংকটের মুহূর্তে মহামারির মধ্যে বিগত মাসগুলোতে পাঠানো রেমিট্যান্স অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে মাসিক, প্রান্তিক কিংবা বছরজুড়ে কী পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, তার ডাটা দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। মনে রাখবেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন অনেক ডাটা রয়েছে যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক এসব ডাটাগুলো আপনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে চাইলে সবার আগেই ব্রেকিং দিতে পারবেন। অনেক সময় অনেক রিপোর্টাররা রেমিট্যান্সের ডাটা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হওয়ার আগেই পেয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন তৈরি করতে থাকেন। নিম্নে রেমিট্যান্সের কয়টা প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রদত্ত হলো যা দেখে আপনি অনায়াসই রেমিট্যান্সের উপর নানা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন ডাটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং নিয়মিত অর্থনীতির নানা বিষয় আপনার নখদর্পণে থাকলে যেকোনো ডাটার প্রতিবেদন বিভিন্নভাবে তৈরি করতে পারবেন। যেমনটা আমার রেমিট্যান্স এর উপর একটা প্রতিবেদন দেখলেই কিছুটা ধারণা পাবেন।